দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৮/১৬ কলাম ৭

কারিগরি শিক্ষা

কতটা পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ

খুব বেশি সময় হাতে নেই। মাত্র বছর দুই পরেই নতুন শতাব্দীকে বরণ করতে হবে। কিন্তু শতাব্দী বরণের আয়োজন কতোটা সুসম্পন্ন হয়েছে সেটাই এখন উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সময়ের গতির সাথে বাংলাদেশ নামক ছোট্ট দেশটি তাল মিলিয়ে এগুতে পারেনি। আর সে জন্যই প্রশ্ন উঠেছে বিশ শতক শেষে একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসেও বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কতটুকু সামর্থ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে? অন্য বিষয়ের কথা না হয় থাক। স্বনির্ভরতার জন্য বৃত্তিমূলক কিংবা কারিগরি শিক্ষায় বাংলাদেশ কি সময়ের গতিতে পথ চলতে পেরেছে? পারেনি, অথচ একটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই।

প্রায় তিন কোটির অধিক বেকারের এই দেশে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হতাশায় নিমজ্জিত শিক্ষিত বেকার তরুণদের জন্য এই সময়ে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় হলেও সেদিকে কারো নজর নেই। আবার বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং আসন সীমিত হওয়ায় এবং আর্থিক অসঙ্গতির দরুন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক মেধাবী ছাত্র বুয়েট, বিআইটি কিংবা মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তি হতে পারছে না। এরা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেবল চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে দৌড়াতে থাকে। উদ্যম হারিয়ে নিজেরাও কিছু করতে ভরসা পায় না, সব সময় পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না। তবে ইদানীং বেসরকারী খাতে যেসব কারিগরি শিক্ষাদান কেন্দ্র কাজ করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাজনক। তবে আরো অধিক জনশক্তিকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে একুশ শতকে বাঙ্গালি জাতি স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। বিভিন্ন জেলা ও থানা শহরে এগুলোর অবস্থান। এসব কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একজন ছাত্রকে দেশের জন্য কর্মঠ ও সুযোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে সহায়ক। এ ছাড়া একটি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, সিরামিক ইনস্টিটিউট, লেদার টেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, ৩টি এগ্রিকালচারাল কলেজ, ৪টি প্রকৌশল কলেজ, ২৩টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ, ১০টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, সার্ভে ইনস্টিটিউট, ৪৩ টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ৫৪ টি পিটিআই রয়েছে। বাংলাদেশকে কারিগরি শিক্ষায় এগিয়ে নেয়ার জন্য স্থাপিত হয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। ১৯৬৭ সনের ১নং সংসদীয় কারিগরি শিক্ষা আইনবলে এই বোর্ড স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও উন্নয়নের দায়িত্ব এই বোর্ডের ওপর ন্যস্ত। এই বোর্ডের অধীনে ১১টি টিটিসি, ৫১টি ভিটিআই (ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) ও ২ টি এনজিও পরিচালিত এসএসসি ভোকেশনাল প্রোগ্রামে মোট ৫ হাজার ৪শ' ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি টিটিসির আসন সংখ্যা হচ্ছে ২ হাজার ৬শ'৪৫, ৫১টি ভিটিআইতে আসন রয়েছে ২ হাজার ৭২০ টি এবং ২টি এনজিওতে ৯০টি আসন রয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মোট ২৭টি কোর্স সম্পন্ন করা হয়। কোর্সসমূহ হচ্ছে প্রকৌশল ডিপ্লোমা, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা, মুদ্রণ ডিপ্লোমা, সিরামিক ডিপ্লোমা, বাণিজ্যিক ডিপ্লোমা, আমিনশিপ সার্টিফিকেট, কারিগরি শিক্ষা ডিপ্লোমা, কৃষি ডিপ্লোমা, ফরেস্ট্রি ডিপ্লোমা, বৃত্তিমূলক শিক্ষাক শিক্ষণ সার্টিফিকেট, সার্ভে ডিপ্লোমা, সার্ভে ফাইনাল সার্টিফিকেট, কারিগরি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট ১ম পর্ব ও ২য় পর্ব। রয়েছে সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স সার্টিফিকেট, ট্রেনিং ইন বিজনেস টাইপিং সার্টিফিকেট, টেক্সটাইল ডিপ্লোমা, টেক্সটাইল আর্টিজ্যান, ডিপ্লোমা ইন বিজনেস এন্ড অফিস ম্যানেজম্যান্ট, সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট, সার্টিফিকেট ইন লেদার টেকনোলজি ১ম ও ২য় পর্ব, ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন, এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচ এস সি (ভোকেশনাল), এইচ এস সি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) এবং বেসিক ট্রেড কার্যক্রম। এর মধ্যে ২ বছর মেয়াদী এইচ এস সি (ভোকেশনাল) কার্যক্রম চালু নেই। বেসিক ট্রেড কোর্সে মূলতঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ বঞ্চিতদের সুযোগ দেয়া হয়। এই কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান তথা আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। কোর্স পরিচালনার জন্য শিক্ষকসহ সকলের সম্মানী ও কাঁচামালের খরচ সরকার বহন করে। এই কোর্সে সাধারণতঃ অটোমোটিভ, কার্পেন্ট্রি, সিভিল কনস্ট্রকশন, ড্রাফটিং, ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল মেকানিক্স, মেশিনিষ্ট, রেডিও এন্ড টিভি, রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং, টার্নার, ওয়েল্ডিং, প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং-এর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ ছাড়া জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন ১১টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারও এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। কুমিল্লা, খুলনা, চট্টগ্রাম, মীরপুরে ২টা, রাজশাহী রাঙ্গামাটি, ময়মনসিংহ, বগুড়া, বরিশাল ও ফরিদপুরে এসব সেন্টার অবস্থিত। ঢাকাই মীরপুরের বাংলাদেশ জার্মান টেকনিক্যাল ও মীরপুর টেকনিক্যাল সেন্টারে সরেজমিন দেখা গেছে, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার ছাপ। প্রায় সবগুলো ভিটিআই টিটিসিতে বলা যায় অব্যবস্থাপনা বিরাজমান। ঢাকার বাহিরে এ সমস্যা আরো প্রকট। প্রশিক্ষকদের খামখেয়ালিপনা, ছাত্র-ছাত্রীর গরহাজির ও অমনোযোগিতা কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। কেউ সচেতন নয়, এমনকি অভিভাবকমহলেও সচেতনতা নেই। তাছাড়া কোনো সরকার এদিকে বিশেষ নজর দেয়নি। যে কারণে অনেকটা অবহেলিত অবস্থায় এগুলো পড়ে আছে। এমতাবস্থায় চলতে থাকলে যন্ত্রপাতিসমূহ নষ্ট হবে এবং দেশ কারিগরি শিক্ষায় আরো পিছিয়ে যাবে। সামনে একুশ শতক। এই শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই যথাশীঘ্র কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন অভিজ্ঞমহল। সেই সংগে স্থাপিত ইনস্টিটিউটগুলোকে সংস্কার করার কথাও বলেছেন। এসব ইনস্টিটিউটে আসন সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রচারণা চালাতে হবে। অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। বিশেষ তদারকির মাধ্যমে এসব ইনস্টিটিউটকে চলতে দিলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষায় দ্রুত এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। সরকার ইচ্ছে করলে স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক বিশেষ কারিগরি বিষয় চাল করতে পারে।

পাবনা বিজ্ঞান মেলায় একটি স্টল

❑ জামাল আজিজী